ভোরের কাগজ

তারিখ ... 24 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬

সিন্ডিকেটের নিয়ম ভঙ্গ করে জাবিতে শিক্ষক নিয়োগ!

জাবি প্রতিনিধি : সিন্ডিকেটের নিয়ম ভঙ্গ করে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটি। আগামী ১ মার্চ অনুষ্ঠিত বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এই নিয়োগ চূড়ান্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক

● এরপর-পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

সিন্ডিকেটের নিয়ম

● শেষের পাতার পর

জসীম উদ্দিন আহম্মদের সময়ে অস্থায়ী শিক্ষকদের নিয়োগ স্থায়ী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। অস্থায়ীদের স্থায়ী করাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ২ জন, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ১ জন এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। জানা যায়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সিলেকশন কমিটির সভায় বিজ্ঞাপিত পদের ২ জন শিক্ষকের বিপরীতে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজন জামাত-শিবির কর্মী বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সিলেকশন কমিটির সভায় বিজ্ঞাপিত পদের একজন শিক্ষকের বিপরীতে তিনজনকে মনোনীত করা হয়েছে এবং গত ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন কমিটির সভায় বিজ্ঞাপিত ২ জন স্থায়ী প্রভাষক ও ১ জন অস্থায়ী প্রভাষক নিয়োগের বিপরীতে ৪ জনকে সিলেকশন দেওয়া হয়েছে।

বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা শুধুমাত্র নিজেদের দল ভারী করতেই প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত নিয়োগের এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকরাই। গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সিলেকশন কমিটি থিসিস পেপারে মারাত্মক ভুল সন্নিবেশ থাকা সত্ত্বেও রেকর্ড নম্বর পাওয়া ছাত্র মাসুদ ইমরানকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী ১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।